কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 27 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

চট্টগ্রামে মহিলা কলেজ সরকারীকরণের দাবি

প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রামে মহিলা কলেজ সরকারীকরণের দাবিতে চলা আন্দোলন কর্মসূচি দুই সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়ে স্থগিত করেছে শিক্ষার্থীরা। টানা কর্মসূচির চতুর্থ দিনে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে খোলা চিঠি লিখেছে প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রীরা। এর আগে সকালে নগরের এনায়েতবাজারে মহিলা কলেজ মাঠে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। পরে লিফলেট আকারে এ খোলা চিঠি দেয় তারা।

খোলা চিঠিতে লেখা হয়, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আসসালামু আলাইকুম। আমরা খুবই আনন্দিত যে আপনি বন্দরনগর চট্টগ্রাম সফরে আসছেন। আপনার সুদক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আপনি প্রায়ই বলে থাকেন নারীর উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর সেই নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে এনায়েতবাজারস্থ মহিলা কলেজ চট্টগ্রাম। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এ কলেজে প্রায় দুই হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী একাদশ থেকে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করছে। কিন্তু কষ্টের বিষয় হচ্ছে শুধু আর্থিক অনটনের কারণে অনেক শিক্ষার্থীর মেধা ও ইচ্ছাশক্তি থাকা সত্ত্বেও যোগ্য নাগরিক হয়ে দেশসেবার স্বপ্ন মাঝপথে থেমে যাচ্ছে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের। চট্টগ্রামে একটি মাত্র সরকারি মহিলা কলেজ রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ফলে সরকারি সুবিধায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে। তাই চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি, চট্টগ্রামে ন্যূনতম আরো একটি মহিলা কলেজ সরকারীকরণ করা খুবই জরুরি। আর তা হতে পারে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এনায়েতবাজারস্থ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম। অতএব, আমরা কলেজটিকে সরকারীকরণের ঘোষণা দেওয়ার আকুল আবেদন জানাচ্ছি।' শেষে আছে, 'নিবেদক মহিলা কলেজ চট্টগ্রামের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।'

উল্লেখ্য, এই মহিলা কলেজকে সরকারীকরণের দাবিতে গত সোমবার থেকে মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি, কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে অধ্যক্ষের মাধ্যমে আবেদন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করেছে কলেজের ছাত্রী সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা।

সর্বশেষ গতকাল বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত আন্দোলনরত ছাত্রীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। পরে কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা এসে ছাত্রীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

কলেজের শিক্ষার্থী সঞ্চিতা দাশ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কলেজ সরকারীকরণের দাবিতে চলমান আন্দোলন স্থগিত করেছি। কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের অবহিত করেছেন পরিচালনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে বসে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবেন। ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফলপ্রসূ আশ্বাস পাওয়া না গেলে আবারও কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলনে নামব।'

এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক তছরীণ সবুর ডালিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কলেজ সরকারীকরণ হোক তা আমরাও চাই। তবে কলেজ সরকারীকরণের একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। ছাত্রীরা আন্দোলন করছে, অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে, স্মারকলিপি দিয়েছে সব ঠিক আছে। কিন্তু আন্দোলন করতে গিয়ে কোনো সমস্যা হলে, তার দায়ভার কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপরই আসবে। তাই ছাত্রীদের ক্লাসে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।